সমকাল
2 জুন, 2020
পৃষ্ঠা — ৪
শ্রেণী সংখ্যা - 070.408

বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রত্যাশা

বাজেট-২০১০-১১

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আস্থা সৃজনকারী বস্তুগত কর্মকাণ্ড ও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বিনিয়োগে ভরসা স্থাপন করার মতো আবহ সৃষ্টি হবে আগামী অর্থবছরে। সরকারিভাবে প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে কাটছাঁট করেও আগামী মে মাস নাগাদ ৮৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুন করে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে বলে মনে হয়

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

পাঁচ বছর মেয়াদে নির্বাচিত একটি সরকারের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর বিশেষ করে অর্থনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। পূর্বতন জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কিছু মহতো সাময়িক স্বার্থের আপাতদৃষ্ট পরিসমাপ্তি, সঠিক প্রক্রিয়ায় ও অপরিহার্য নীতি পরিবর্তনের সূচনা করতে করতেই একটি বছর পার হয়ে যায়। চতুর্থ বছরে সেসব সংস্কার থেকে জনসাধারণের জন্য সুফল আসতে শুরু করা উচিত। আর পঞ্চম বছর এ নির্বাচনী মাওয়ায় জনপ্রিয় কর্মকাণ্ডেরই প্রসার ঘটাতে হয়। প্রথম বছর বর্তমান সরকারকে প্রাপ্তি সরকারের চাষায় 'জঞ্জাল' সাফ করা, ছাড়াও নানা কৃচকৌশলের মাধ্যমে ঝুঁকি সংক্রান্তের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয়েছে, তাছাড়া এই সব আহ্বিতিশীলতা সৃষ্টি করে যে মৌলিক কাজ অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও অস্থিরতা সংক্রমের সময় বিপদার বর্ধনসার প্রভাবের সাথে সশস্ত্রভাবে মোকাবেলার বিরুদ্ধে প্রধানতম যেসব অপরাধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান স্বীকৃত পন্থায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার বড়যন্ত্রও দেখে নিয়েছে সরকার। সম্পন্ন করেছে ন মধ্য না স্যাড অনুযায়ে জাতির প্রসংকেপ হত্যাকারীদের একাংশের বিচারের কাজ। এর পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার সাধন এবং পুনর্মূল্যায়ন পরবর্তীয় পর্যায়ে আমাদের এগিয়ে সরকার, কিন্তু স্বাস্থক মহাসম্পদ, অর্থ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংস্কারের ঘাটতি মহাজোট সরকারের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরকে বাজেটকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে।

অর্থনীতি ক্ষেত্রে ২০০৯-১০ অর্থবছরের ব্যক্তায় মিশ্র সাফল্যকরের সঙ্গে কাম কথনার সব উপকরণ- বাণিজ্য ভারসাম্য প্রসার এবং লগ্নিবাণীয় বিরতি সত্ত্বেও অর্থাহত সেক্টর জন্য কৃষকের অনুকূলে বিদ্যুৎ জ্বালানি করা হলেও কাম খাতের প্রকৃতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে। প্রশংসন ও প্রতিরক্ষা, নিরীক্ষণ সমাজসেবা, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও পানি সরবরাহ এবং শিক্ষা খাতে অর্থ হাইকাক। মধ্যপথে মন্ত্র প্রথমবারের মতো মাঝিন ইনফা ৭০০ ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু ঋণকোষ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। খাদ্যশস্য পণ্য আমদানিতে অধিকতর জোরের সৃষ্টি হয়নি। ব্যাখ্যাত হয়েছে, আইসোর্ট-পাবলিক পার্টনারশিপ (পিপিপি)। কিন্তু খাতের প্রকৃতি বলতে গেলে নিরাশাব্যঞ্জক। সার্বিকভাবে রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য প্রগতি সত্ত্বেও বিনিয়োগ এবং সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আশানুরূপ হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপির সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির সর্বনিম্ন প্রাক্কলন শতকরা ৫.৫৪ ভাগ প্রাক্কলন ও আশার তুলনায় কম। কর্মসংস্থান প্রসারের তথ্য এখনও সঠিকভাবে পাওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনম্রিত হলেও প্রোগ্রেসশোরে আন্তরিক ও কৃতসংকল্প প্রচেষ্টাগুলোর ফলাফল অবিশ্বাস্য বলে দেবে। মহাজোট সরকারের ওপরে দ্রব্যমূল্য বিশেষ করে খাদ্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, বিশেষ করে মোটা চালের মূল্য কেজিপ্রতি আরও টাকায় নামিয়ে আনার পুরস্কার সাধনের পর সম্প্রতি মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, তবে লক্ষণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার তুলনায় তা বেশ কম। বলতে দ্বিধা নেই, অর্থনৈতিক মহাসম্পদ কাটিয়ে উঠিকেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের একটি হিসেবে জন্য গ্রন্থ সব দেশে খাদ্য উৎপাদনে নেতিবাচকতার মাঝে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিকে আটো করে দেখার উপায় নেই। এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপির এ ব্যবকালে সর্বোচ্চ বাস্তবায়নের সম্ভাবনা।

তবে ২০১০-১১ অর্থবছর হতে পারে একটি কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সময়। অর্থনীতি নিতে পারে আন্তর্জাতিক চাষায় হাই ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে (HDI) পৌঁছার পথে বিরাট একটি পদক্ষেপ। সে ক্ষেত্রে কী হতে পারে এবং কী করা হবে না হওয়া উচিত সে আলোচনা ও বিতর্ক-বিশ্লেষণ এখন ওয়াকিবহাল বিজ্ঞজনের মুখে মুখে।

আগামী অর্থবছরে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইতিমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেটে থাকাটাই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যেই দেখা করা হয়েছে যে, চলমান প্রকল্পগুলো বন্ধ করা হবে না। সে সঙ্গে আগামী এক-দু'সপ্তাহের মধ্যে পেশাগত ও কারিগরি বিবেচনার নিরীক্ষার অতিক্রান্ত চারশর প্রকল্পগুলো অনুমোদন প্রক্রিয়ায় পাস করা হলে এগুলোকে যেমন এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯০ ভাগ ছাড়িয়ে যেতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সমষ্টি অর্থকরা হার আরোকেট ইতিবাচক হতে পারে। বাজারে জনশ্রুতি আছে, প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত কিছু জনকল্যাণমুখী প্রকল্প কারিগরি ও পেশাদার নিরীক্ষার সফল বাস পার হয়ে এসেও নাকি প্লানিং কমিশনে আটকে গেছে।

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আরও সৃষ্টির বিকল্প নেই। চার শতকের পথচলায় হাতে-কলমে শেখা পারদর্শিতা অর্জনকারী উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হলেও অবকাঠামো, গত অশিক্ষয়তা, বিশেষ করে অব্যাহত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি না পাওয়ার দুঃস্বপ্ন একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আস্থা সৃজনকারী বস্তুগত কর্মকাণ্ড ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বিনিয়োগে ভরসা স্থাপন করার মতো আবহ সৃষ্টি হবে আগামী অর্থবছরে। সরকারিভাবে প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে কাটছাঁট করেও আগামী মে মাস নাগাদ ৮৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নতুন করে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে বলে মনে হয়। এগুলো মূলত কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট (QRPP)-এর অধীনে ১০টি প্রকল্প থেকে : ১. ভেড়ামারা ১০৫ মেগাওয়াট ডিজেলচালিত কোয়াস্টম পাওয়ার (সেপ্টেম্বর কমিশন জুন ২০১০, মাসিতেকের পিছিয়ে যেতে পারে); ২. ঠাকুরগাঁও ৫০ মেগাওয়াট ডিজেলচালিত রহিমআফরোজ বসিয়ত কমিশন আগস্ট ২০১০; ৩. সোনাপাড়া ১০৫ মেগাওয়াট ফার্নেস অয়েলচালিত কেয়াক্টাম পাওয়ার বিলম্বিত কমিশন আগস্ট ২০১০; ৪. বরগুনা ৫০ মেগাওয়াট ফার্নেস অয়েলচালিত কেন্ট্রোল পাওয়া ডিসেম্বর ২০১০ কমিশন; ৫. ১০০ মেগাওয়াট কেরাণীগঞ্জ ফার্নেস অয়েল চালিত পাওয়ার হোল্ডিং কমিশন হয় থেকে নয় মাসের মধ্যে; ৬. মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট ফার্নেস অয়েলচালিত তিকনক্টিকনা/পিডিবি পাওয়ার সম্ভাব্য কমিশন নয় মাসের মধ্যে; ৭. নোয়াপাড়া ৪০ মেগাওয়াট ফার্নেস অয়েলচালিত আইএনডিপেন্ডেন্ট আনোজি সম্ভাব্য কমিশন নয় মাসের মধ্যে; ৮. মদনগঞ্জ ১১২ মেগাওয়াট সামিট পাওয়ার; ৯. কুড়া ১১২ মেগাওয়াট যুগলা পাওয়ার কোম্পানি এবং ১০. কুড়া ১০০ মেগাওয়াট। এ সবটি প্ল্যান্টের মাধ্যমে সর্বমোট বিদ্যুৎ কিনতে পিডিবিকে প্রতি কিলোওয়াটে ৭.৮ টাকা মূল্য দিতে হবে। এই ভর্তুকির ভারটা ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট থেকেই বহন করতে হবে। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়ন অর্থাৎ চাহিদা মেটানুটিভাবে পুরণ করার পরই কেবল বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চিন্তা করতে হবে। এর অতিরিক্ত শিকার পাওয়ার প্ল্যান্টের মডেলে চারটি প্রকল্প নেওয়া ৭০ মেগাওয়াট এইএফও, হাইজারী ১০০ মেগাওয়াট কুয়েল ফুয়েল, ফরিদপুর ৫০ মেগাওয়াট এইএফও এবং গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট এইএফও থেকে মোট ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগস্ট ২০১১ তারিখ নাগাদ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে ২০১১-১২ সালে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে মোড়ে ওঠে করবে।

অন্যান্য ব্যয়সাপেক্ষে ডিজেল, হেভি ও ফার্নেস অয়েলচালিত বিদ্যুৎ প্লান্ট পরিবেশ দূষণের খুব আশঙ্কিকা। মধ্যম টী ও দূরবর্তী পরিকল্পনাগুলোর সম্ভাব্য পাস মডুদকে নিশ্চিত মডুদে আনা, সম্ভাব্য মজুদ আবিষ্কার, বর্তমান গ্যাস আহরণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত ও কারিগরি দিকে বাস্তিক ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং যথাসাধ্য আহরিত ও ভবিষ্যতে প্রাপ্ত গ্যাসকে সর্বোত্তম খরচে দ্রুততম সময়ে কাজে লাগানোর দিকনির্দেশনাও আগামী বাজেটে থাকতে পারে। বৈদ্যুতিক ও কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনার বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রফেসর ড. একেএমএ কাদের এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট গত ১৬ মে ইস্যুতে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপনা করেছেন সে অনুসারে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। তবে সিএনজির মূল্যকে বিঘণ করে পেট্রোলের মূল্যের শতকরা ৪০ ভাগে বস্তুরক্রিয়ভাবে নির্ধারণ সুপারিশ তিনিও করেছেন। তাই আমাদের এ সম্পর্কিত প্রস্তুতি (ইকোনমিক ২২ মে ২০১০) আগামী বাজেটেই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসেবে ডুপেনেপিট পদ্ধতিতে প্রথমে বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ী থেকে কয়লা উত্তোলন এবং পরে মুইয়ের মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাওয়ার পরিকল্পনা ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে ছুন পেতে পারে। ইভকন ১২ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বহুমুখীকরণের অভাস্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর সঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ যুক্ত করে বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম সাইজের লক প্রকল্প (MSME) স্থাপন করে পল্লী অঞ্চলে দ্রুতগতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য নিমূলের পরিকল্পনার ঘোষণাও আসতে পারে আগামী বাজেটে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দেশীয় বাষ্প প্রস্তুতকারীকে রেয়াতি কর/শুল্কে সুবিধা দিলে ভালো হয়। বিদ্যুৎখেকো এয়ারকন্ডিশনারের ব্যবহারে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচের ওপর বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাড়তি ট্যারিফ ধার্য করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় আস্থা সৃষ্টি এবং এর ফলে বিনিয়োগে উর্ধ্বগতি সঞ্চালনের দিকনির্দেশনা বাজেটে থাকবে বলেই ধারণা। কালো টাকা সাদা করার প্রবাদিক পন্থায় কিছু প্রভাবশালী উচ্চ রাজনীতিকের ময়লা অর্থের অর্থ শোধনের ছাড়া তেমন কোনো বিনিয়োগ সুফল বয়ে আনেনি। তাই এ বিষয়টি বাজেটে সুযোগ হিসেবে থাকলেও পদ্ধতিগত আমূল সংস্কার প্রয়োজন হবে। সম্প্রতি মুদ্রানীতির কিছুটা টিলেঢালা ভাব ও ব্যাংক তদারকির দুর্বল ফাঁকফোকর দিয়ে দুর্নীতি ঢুকে পড়ছে এবং আইনসম্মত বিনিয়োগের গতি হ্রাস করে প্রশ্নবিদ্ধ আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিশীলিত সুজনশীল কলনীতি সংযুক্ত করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল বৃদ্ধির গতি জোরদার করা যেতে পারে। উচ্চহারের করপোরেট ও আয়করের বিষয়গুলোর পুনর্পর্যালোচনা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি সমীচীন হবে এগুলোকে ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্সআইকীন এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ওই কর (মূলধন বৃদ্ধির ওপর কর) চালু করার বিষয়টি সযত্নেই সাথাইকে নিয়ে বিবেচনা করে দেখা। তবে কোম্পানির লাভের ওপর কর এবং লভ্যাংশ হস্তান্তর করার সময় কর আদায়ের পর ব্যক্তি পর্যায়ে সে লভ্যাংশ আয়ের ওপর আয়কর ধার্য করা সমীচীন নয়। বাজেট মাধ্যমে মূলধন বাজার তথা শুক এক্সচেঞ্জগুলোর সংস্কারের প্রয়োজন, সদস্যপদ উন্মুক্ত স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা মাধ্যমে বৃদ্ধি করা, সদস্যপদ ও শুক ব্রোকারেজ কর্মকাণ্ডকে আলাদা করা এবং নীতি-কৌশল নির্ধারণ করে শক্তিশালী মুখ্য নির্বাহীর পদ সৃষ্টি ও পূরণ করা এ সংস্কারের অংশ হতে পারে। লাভজনক বড় বড় কোম্পানির মালিকানার অংশবিশেষ এনআরবারদের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে আনার স্বার্থে আনাইভেড কোম্পানির লভ্যাংশ কর মুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হতে পারে। মূলধন বাজারের প্রাণশক্তি বাড়াতে নতুন নতুন যেয়ার বিক্রয়ে করে পাবলিক সেক্টর শেয়ারগুলোকে বাজারে আনার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উপায় ও প্রত্যয় বাজেটে ঘোষিত হতে পারে। মিউচুয়াল ফান্ড কিন্তু এক ধরনের সিকিউরিটেইজেশন বা সাম্প্রতিক মহানন্দার বিপদ থেকে আমাদের বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। সাবপ্রেইম বন্ড ইস্যু করে কোনো দেশ লাভবান হয়েছে বলে জানা নেই, বরং রেসিডেন্স এবার ও ফুলুগান ব্যবহারকারীদের সঞ্চয়কে ইকুইটিতে রূপান্তর করার আশা আগামী বাজেটে স্থান পেতে পারে।

কৃষিক্ষেত্রে বিপুল সাফল্যের ইতিবাচক ফল কিন্তু কৃষকের ঘরে না উঠে হাজার দশেক মিল মালিক মধ্যস্বত্বভোগীর ওপরে চলে যায়। মাঠের বস্তুরক্ষতা ফসল কাটার ছুন ও সময়ে প্রাসঙ্গিক। বছরের অন্য সময় ফসল ঘাটতি এলাকা এবং শতকরা ৮০ ভাগ ধান্যশস্য কিনে খাওয়া লোকের জন্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সমার্থক নয়। প্রয়োজন হচ্ছে ফসল কাটার মৌসুম ও স্থানের উদ্বৃত্তকে কম যাতে বহুব্যাপী সারাদেশে স্থিতিশীল ধীরগতি মূল্যবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় বাজারজাত করতে পারেন আর উপর নির্ধারণ করা। তাই কৃষিতে জাতির জনকের অমরপুরণে উৎপাদন ও বিপণন সমবায় গঠন, পল্লী অঞ্চলে অন্তত ৩৫ লাখ টন খাদ্যগুদামে ক্ষমতাসিটি সৃষ্টি এবং স্বল্পতম সুদে সমবায় সমিতিগুলোকে খাদ্য সুরক্ষা ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা যদি বাজেটে নীতিগতভাবে স্থান পায় তবেই মধ্যস্বত্বভোগী সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের মুনাফাখোরির বদলে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাবেন, ভোক্তারা মূল্যস্ফীতির বলি হবে না।

সঞ্চয়পত্রের তুলনামূলক আকর্ষণ বেশি থাকায় সুদের নিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি করচুপির মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে। বাজেটে এইসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে মধ্যবিত্ত বিশেষ করে সীমিত আয়ের পেশাজীবীদের প্রাপ্তিকর নুন্য অবলম্বন সঞ্চয়পত্রের বাজারে ছাস করা যৌবহয় ঠিক হবে না।

আগামী অর্থবছরে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ ও এর কর্মকর বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষা কমিশন, গ্রন্থ অধীনে শিক্ষক নিয়োগে আলাদা কর্মকমিশন, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্বলতা কাটিয়ে উপগত মানের উৎকর্ষ নিশ্চিত মানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন এবং বর্তমান আইন সংশোধন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এর কর্তৃত্ব বিস্তারের বাস্তবায়ন আশোকন ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে ঘোষিত হতে পারে। ন্যাশনাল সার্ভিসের পাশাপাশি কলেজ ও বুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষক নজানাদারিতে একটি সৌমিক্সের ক্রেডিট গ্রাম-বাংলার প্রশাসনগুলা, শিক্ষা বিস্তার, সম্পদ মাপিং, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা কাজে সহায়তা দান ও পরিবেশ উন্নয়নে কার্টুনেল বিধান বিবেচনা করা যেতে পারে। শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন কঠোমোতে বাঙালুক ও কারিগর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রতিফলা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা, সুস্থাহত মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা ও পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ সব অসুবিধায় সম্মুখীন জনগোষ্ঠী অন্যান্যত কল্যাণে সর্বজনীন আর্থসামাজিক-নিরাপত্তামূলক সুরক্ষা বলয় কাঠামো গঠন করা যেতে পারে। মাইক্রোক্রেডিটের নামে অস্বচ্ছ ও অবাধবাদিহি বর্জিত ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, ধর্মের নামে অপব্যবহার এবং দারিদ্র্য চিরায়ত রাখার কার্যত প্রচেষ্টা রোধে একটি কার্যকর ও নিরপেক্ষ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি সংস্থা গঠন করা যেতে পারে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এনজিও আন্তর্জাতিক কাঠামোর বাইরে অবস্থান করবে।

আগামী বাজেটে ১৯৯৭ সালের অনুমোদিত নারী উন্নয়নে সুবীত নীতিও আরও উৎকর্ষ সাধন করে এ ক্ষেত্রে বাজেটে প্রত্যক্ষ বরাদ্দ শতকরা ১৮ ভাগ থেকে বাড়ানো এবং ৪টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে আরও নিশ্চিত করে নারী উন্নয়ন ফোকাসে টাস্কফোর্সের সমন্বিত কর্মকাণ্ড চিন্তা করা যেতে পারে। তবে নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, ফতোয়াবাজি ইত্যাকার দুর্বৃত্তপনার তাৎক্ষণিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উদাহরণ সৃষ্টি করা সমীচীন হবে। গৃহস্থালি, পারিবার কল্যাণ, কিচেন গার্ডেনে নারীর অবদানকে জিডিপিতে সংযুক্ত করা এবং ইকোনমিক পার্টিসিপেশনে নারীর অংশগ্রহণ বর্তমানের শতকরা ২৯ ভাগ থেকে বাড়াও করার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প ২০১০-১১ অর্থবছরের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে মোট রাজস্ব ব্যয় ছিল জিডিপির শতকরা ১৫.৩০ ভাগ; হয়তো এটা ২০০৯-১০ অর্থবছরে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী বাজেটে এ অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সমীচীন হবে। তবে বাজেট প্রণয়নের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এর যথাযথ মানে উৎকৃষ্ট বাস্তবায়ন হার বৃদ্ধি। সরকারের সর্ববৈষম্য, পারদর্শিতা ও দক্ষতার বিভাগের ব্যাপক সমকক্ষতা বৃদ্ধি ও টাকার অঙ্কে মূল্যায়নের পরিবর্তে বস্তুগত ফলাফলের নিরীক্ষিতে টাকার অঙ্কে ব্যয় কত হলো সেই প্রকৃত মূল্যায়ন বড়ই জরুরি হয়ে পড়েছে এখন।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

East West University
Library
Mohakhali, C/A